মেহেরপুরে পপুলার লাইফে ইন্সুরেন্সের চেক হস্তান্তর ও বনভোজন

মেহেরপুরে পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের ৯ গ্রাহকের মেয়াদ উত্তীর্ণ বীমা দাবীর ৯ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭৫০ টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়েছে।

শনিবার (২৮ অক্টোবর) মেহেরপুরের মুজিবনগর আম্রকাননে মেহেরপুর ও কার্পাসডাঙ্গা সার্ভিস সেল অফিসের আয়োজনে ৫ শতাধিক নতুন বীমা গ্রহিতার উপস্থিতি ও অংশগ্রহণে চেক হস্তান্তর এবং বনভোজন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

আল-আমিন বীমা প্রকল্প মেহেরপুরের জেনারেল ম্যানেজার মোঃ রাফিউল ইসলামের সভাপতিত্বে বীমা দাবির চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখনে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনিমেষ বিশ্বাস, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল, বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম ফারুক এবং আল আমিন বীমা প্রকল্পের কার্পাসডাঙ্গা সার্ভিস সেলের এজিএম মোঃ আখতারুজ্জামান।

মুজিবনগর ও কার্পাসডাঙ্গা সার্ভিস সেলের এজিএম দ্বয় মহির শেখ ও আনসার আলী সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন পপুলার লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের আল-আমিন বিমা প্রকল্পের প্রকল্প

পরিচালক সাইফুল ইসলাম রুবেল।

দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে লটারির মাধ্যমে বীমা গ্রহীতাদের পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার এর মধ্যে ছিল এলইডি টেলিভিশন, বৈদ্যুতিক ফ্যান, স্যুপ সেট, ডিনার সেট ও স্বর্ণের চেইন। লটারি মাধ্যমে প্রথম পুরস্কার স্বর্ণা সেন পান মুজিবনগর উপজেলার গৌরিনগর গ্রামের মোছাঃ সাহেবা খাতুন।

ক্ষমতাচ্যুত করার ভয় দেখিয়ে লাভ হবে না: শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করার ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ হবে না বলে বিএনপিকে হুঁশিয়ার করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, জনগণের কাছে ভোট নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আছে। আমাদের ওই সমস্ত ভয় দেখিয়ে লাভ নেই।

আজ শনিবার বঙ্গবন্ধু টানেল উদ্বোধনের পর আনোয়ারায় কোরিয়ান ইপিজেড (কেইপিজেড) মাঠে এক জনসভায় এ কথা বলেন তিনি। নৌকা যখনই সরকারে এসেছে, দেশ ও মানুষের উন্নয়ন করেছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

শনিবার বেলা ১১ টা ৪০ মিনিটে নগরের পতেঙ্গা প্রান্তে সুইচ টিপে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের ফলক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী। টানেলের প্রবেশমুখের ডান পাশে এই নামফলক স্থাপন করা হয়। একই ধরনের নামফলক স্থাপন করা হয়েছে চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার টানেলের টোল প্লাজা এলাকায়।

আওয়ামী লীগের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আমরা দেশকে গড়ে তুলছি। আমি আপনাদের কাছে একটা উপহার নিয়ে এসেছি। নদীর তল দিয়ে গাড়ি চলে। ঘুটঘুট করে বাড়ি চলে যাবেন। এ প্রকল্পে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যারা জড়িত ছিলেন, দিনরাত পরিশ্রম করেছেন, সবাইকে আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আরও ১১টি প্রকল্প আপনাদের জন্য উপহার হিসেবে উদ্বোধন করে দিলাম। আজকের এ উন্নয়ন

সম্ভব হয়েছে গত নির্বাচনে আপনারা ভোট দিয়েছিলেন বলে। নৌকা যখনই সরকারে এসেছে, দেশ ও মানুষের উন্নয়ন করেছে।

তিনি বলেন, আমি তো সবই হারিয়েছি ৭৫-এর ১৫ আগস্ট। ছয় বছর দেশে আসতে দেয়নি জিয়াউর রহমান। একরকম জোর করেই দেশে ফেরা। আসার পর থেকে বাংলাদেশে মানুষের জন্য কাজ করছি। চাই, কীভাবে দেশের মানুষকে ভালো রাখা যায়। এ চট্টগ্রামের কত নেতা ছিলেন, যারা জীবন দিয়ে সংগ্রাম করেছেন।

চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোতাহেরুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে জনসভায় আরও বক্তব্য দেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সংসদ উপনেতা মতিয়া চৌধুরী, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন ও ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। ২০১৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি টানেলের খননকাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নির্মাণকাজ শুরুর প্রায় সাড়ে চার বছর পর টানেলের উদ্বোধন করা হলো।

মহাসমাবেশে সংঘর্ষ; পুলিশ সদস্য নিহত

বিএনপি, আওয়ামী লীগের মহাসমাবেশ ঘিরে সংঘর্ষে আহত এক পুলিশ সদস্য ঢামেকে মারা গেছেন। এখনো তার পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢামেক পুলিশ বক্সের ইনচার্জ ইন্সপেক্টর বাচ্চু মিয়া।

তিনি জানান, ফকিরাপুল এলাকা থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই পুলিশ সদস্যকে ঢামেকে আনা হয়।

চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। তার পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের আবাসিক চিকিৎসক ডা. মো. আলাউদ্দিন বলেন, সকাল ১১টার পর থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত আনুমানিক

৩৫ থেকে ৪০ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়ে হাসপাতালে এসেছেন। তাদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

অনেককে চিকিৎসা শেষে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
তিনি জানান, হাতে, পায়ে, মাথায়সহ শরীরে বিভিন্ন স্থানে ফুলা নীল, ছিলা জখম, কাটা জখম, গুলিসহ বিভিন্ন ধরনের আঘাতে আহত হয়েছেন। বিকেলের দিকে রোগীর চাপ বেড়ে গেছে। এ অবস্থায় একসঙ্গে বেশি রোগী আসায় আমাদের কষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

সূত্র: কালের কন্ঠ

রোববার সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল

সমাবেশে পুলিশি হামলার অভিযোগ এনে রোববার সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ডাক দিয়েছে বিএনপি।

আজ শনিবার নয়াপল্টনে বিএনপির সমাবেশ থেকে এই ঘোষণা দেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বেলা আড়াইটার দিকে বিএনপির নয়াপল্টনের সমাবেশের দুদিকে অবস্থান নেয় পুলিশ। নিক্ষেপ করা হয় বেশ কয়েকটি সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল। এর পরপরই মির্জা ফখরুল স্টেজ থেকে বেলা ৩টা ১০ মিনিটে হরতালের ঘোষণা দেন।

গাংনীতে যুবলীগের প্রস্তুতি

সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের ৫১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও বিএনপি জামাত এর সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে গাংনী উপজেলা যুবলীগের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে গাংনী পৌরসহরে অবস্থিত যুবলীগের অফিস কার্যালয় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন।

গাংনী উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম,ষোলটাকা ইউনিয়ন যুব লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন পাশা,রাইপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম রবি, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মোখলেসুর রহমান মোকলেস, কাজীপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ফুলচাদ মিয়া,সাহারবাটি ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, ধানখোলা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, উপজেলা যুবলীগ নেতা আমজাদ হোসেন, যুবলীগ নেতা আল ফারুক প্রমুখ।

ঢাকার মহাসমাবেশে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সহস্রাধিক নেতাকর্মী

নেতাকর্মীদের উজ্জীবিত করতে মাসুদ অরুনের লেখা গান প্রকাশ করল বিএনপি মিডিয়া সেল ক্ষমতাসীন দল ও প্রশাসনের নানা ধরণের বাধা পেরিয়ে অবশেষে ঢাকা পৌঁছেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহস্রাধিক নেতাকর্মী।

২৮ অক্টোবরের এই বহুল আলোচিত সমাবেশে যোগ দিতে গত দুই দিনে নেতাকর্মীরা বিভিন্ন গ্রুপের বিভক্ত হয়ে ঢাকায় পৌঁছেছেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো মেহেরপুর থেকেও গত কয়েকদিনে প্রায় হাজার খানিক নিবেদিত প্রান নেতাকর্মী গত কয়েকদিন ধরেই ঢাকায় জড়ো হয়েছেন বলে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সূত্রে জানা গেছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদের বলেন, ‘এই সমাবেশে বিএনপি নেতাকর্মীদের অংশগ্রহণ নস্যাৎ করতে পুলিশ ও সরকারি দলের পক্ষ থেকে সৃষ্ট নানা বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্যদের। পুলিশ ও আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা নেতাকর্মীদের বাড়ি বাড়ি যেয়ে হুমকি দিয়ে এসেছে সমাবেশে যাওয়ার জন্য। পাড়া মহল্লার চায়ের দোকানগুলোতেও যেয়ে হুমকি ধামকি দেয়া হয়েছে। ঢাকা আসার পথেও বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড দিয়ে তল্লাশি করে পথে পথে হয়রানি করা হয়েছে।’

মাসুদ অরুন আরো বলেন, সমাবেশ আগত নেতাকর্মীদের উজ্জীবিত করতে আমার লেখা ও নচিকেতা চক্রবর্তীর গাওয়া ‘রণ ধ্বনি’ গানটি কেন্দ্রীয় বিএনপির মিডিয়া সেল অফিসিয়াল ভাবে প্রকাশ করেছে।

খন্দকার মোস্তাকের মতো লোক দলে ঘাপটি মেরে আছে-মোনালিসা

সরকারের সাফল্য ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দিতে মেহেরপুরে যুব মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার ২৭ অক্টোবর বিকাল ৫টার সময় মেহেরপুরের শামসুজ্জোহা পার্কে মেহেরপুর যুব মহিলা লীগের ব্যানারে এই বিশাল নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

নারী সমাবেশে বিশেষ অতিথি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীপত্নী ও বাংলাদেশ যুব মহিলালীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা বলেন, ‘জননেত্রী শেখ হাসিনা জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা ফরহাদ হোসেন যথাযথ

ভাবে পালন করতে পেরেছেন বলেই শামসুজ্জোহা পার্ক আজ কানায় কানায় পরিপূর্ন। যুগে যুগে দলের মধ্যে খন্দকার মোস্তাকের মতো লোক ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। তারা উন্নয়ন সহ্য করতে পারেনা, তারা দলের বিপক্ষে কথা বলে, উন্নয়নের বিপক্ষে কথা বলে। দল বিরোধী কার্যক্রম করে।’

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, ‘এখন মেহেরপুরে কোন দুর্বৃত্তায়ন নাই, কোন সন্ত্রাস নাই, মেহেরপুরে কোন চাঁদাবাজ নাই। আজকের এই বিশাল জনসভা প্রমাণ করে মেহেরপুরে যুব মহিলালীগ নারী জাগরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। শেখ হাসিনার সরকার মানে কৃষি বান্ধব সরকার। আমাদের ঠিকানা নৌকা, আমাদের ঠিকানা আওয়ামী লীগ, আমাদের ঠিকানা শেখ হাসিন।’

মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকা অ্যাডভোকেট রুতশোভা মন্ডলের সঞ্চালনায় যুব নারী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি সামিউন বাসিরা পলি।

প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে

আর চান না আ.লীগ নেতারা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছেগতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ মোড়ে। জেলা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ত্রী-বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।
জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা কিছু নেতা কর্মী জামাত-শিবিরের চেয়েও ভয়ংকর বলে সম্মেলনে উপস্থিত বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বক্তারা বলেন, প্রতিমন্ত্রীর আশেপাশে অনলাইন ক্যাসিনো সম্রাটদের দেখা যায়। মেহেরপুরের ক্যাসিনো সম্রাটদের সন্তানদেরকে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী আওয়ামী লীগ ও এর বিভিন্ন অংগ সংগঠনের নেতৃত্ব নিয়ে এসেছেন। ফরহাদ হোসেন দলের গঠনতন্ত্র না মেনে সিনিয়র নেতাদের কোন রকম মূল্যায়ন না করে নিজের খেয়ালখুশি মতো সকল কমিটি গঠনে হস্তক্ষেপ করেন। মেহেরপুর জেলার আওয়ামী লীগের দুর্দিনের কান্ডারীদের তিনি দল থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন। সম্মেলনে বক্তারা আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, ‘মেহেরপুরে নৌকার মাঝি পরিবর্তন করুন না হলে নৌকাডুবি হবে। এই মঞ্চ এই যারা উপস্থিত আছেন তাদের মধ্য থেকে যে কাউকে আগামী সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন দিলে আমরা সম্মিলিতভাবে নৌকার পক্ষে কাজ করব।
মুজিবনগর আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাঁদুর সভাপতিত্ব সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হাজী মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস এবং প্রধান বক্তা ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম পেরেশান। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের আহ্বায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

সম্মেলনে
মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীন বলেন, ‘আমার সময় আমি এই অঞ্চলের রাস্তাগুলো প্রশস্ত করেছিলা, মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের পিছনে জমি অধিগ্রহণ করেছিলাম যেখানে আজ নার্সিং ইনস্টিটিউট তৈরি হচ্ছে। সে জায়গায় আজ হাসপাতালে নতুন বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে। আমার সময়ই মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল ২৫০ সয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে পরিণত হয। মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজ আমার সময়েই কারীকরণ করা হয়। ভৈরব খনন প্রকল্পের উদ্যোগ আমার সময়েই নেওয়া। তাহলে প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন মেহেরপুরের জন্য করেছেন কি?

জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল বলেন, ফরহাদ হোসেনের আমলে উন্নয়ন হয়েছে কার, উন্নয়ন হয়েছে তার পরিবারের লোকজনের। তার ভাই কাজ না করে সরকারি প্রকল্পের ঠিকাদারের টাকা উঠিয়ে ফেলে, সংখ্যালঘু পরিবারের টাকা মেরে দেয়। আর ফরহাদ হোসেন দলীয় নেতাকর্মীদের কোন খোঁজ খবর না রেখে ঈদের সময় বিএনপি সভাপতি মাসুদ অরুণ কে পায়জামা-পাঞ্জাবি উপহার দেয়। মেহেরপুরের মুজিবনগরে উন্নতি হয়েছে সেটা শুধু শেখ হাসিনারই অবদান।’

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান বলেন, ‘ ফরহাদ হোসেন আওয়ামী লীগকে আওয়ামী লীগের মতো চলতে দেন না। যিনি জবাবদিহিতা রাজনীতি করেন না তার বিরুদ্ধে আজ মেহেরপুরের আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ এ কথা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ জানে। জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক যখন দলের কেন্দ্রীয় সভায় কথা বলতে গেছেন তখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি ওবায়দুল কাদের তাকে ধমক দিয়ে বলেন আপনি বসেন, আপনি কিসের সেক্রেটারি, আপনি তো ফরহাদ হোসেনের পিএ। সে সভায়

জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, সেক্রেটারি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন।

জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজন আলী বলেন, ‘প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন নৌকার বিপক্ষে কাজ করে। তার কারণেই মুজিবনগরে চারটি ইউনিয়ন পরিষদে নৌকার প্রার্থী হেরেছে। আবার মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচনে নৌকার মনোনীত প্রার্থীকে হারাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন ফরাজ হোসেন। আমরা সকল নেতৃবৃন্দ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মন্ত্রীর অপচেষ্টাকে রুখে দিয়ে নৌকার প্রার্থীকে বিজয় করেছিলাম। ‘

জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস বলেন, ‘আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বলতে চাই আপনি আমাদের অবস্থা দেখুন, আমাদের কথা বুঝুন, আমরা আজ কিভাবে অত্যাচারিত। যে নেতারা মেহেরপুর ও মুজিবনগর কে আগলে রেখেছিল সেই নেতারাই আজকে নৌকায় ভোট দেয়ার কারণে অত্যাচারিত। আমরা প্রধানমন্ত্রীকে বলতে চাই নৌকার মাঝি পরিবর্তন করুন যাকে নিয়ে আমরা এই মেহেরপুর ও মুজিবনগরে নৌকাকে জেতাতে পারবো।’

মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খ. ম. হারুন বিন ইমতিয়াজ জুয়েল বলেন, আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী মুজিবনগর এর চারটি ইউনিয়নে জননেত্রী শেখ হাসিনা নৌকা প্রতীক দিয়ে চারজন প্রার্থীকে মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ

হোসেন ২০২১ সালে নৌকার পক্ষে ভোট করেন নাই, ইউনিয়নবাসী সকলে এটা জানে। নৌকায় ভোট না করে উনিত নেত্রীকে মানলেন না। তাহলে উনি মুজিব আদর্শের লোক না। আমরা এখানে মুজিব সেনা দেখতে চাই। আমরা দেখেছি উনি ১১ই নভেম্বর মহাজনপুর ইউনিয়নে নৌকার বিপক্ষে ভোট করেছেন, বাগোয়ান ইউনিয়নে নৌকার বিপক্ষে ভোট করেছেন, আমদহ ইউনিয়নেও নৌকার মনোনীত প্রার্থীকে হারানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। উনি নৌকার প্রার্থীকে পরাজিত করেন নাই, পরাজিত করেছেন জননেত্রী শেখ হাসিনাকে। ‘

জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান বলেন, ‘আজকে যারা মঞ্চে বসে আছে তারাই আওয়ামী লীগের রাজপথের সৈনিক। আর জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরাদ হোসেন সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতির মৃত্যুর দিনে জানা যায় না এসে পরিবারে কনসার্ট দেখতে গিয়েছিলেন। আবার বি এম স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষকের জানা যায় না এসে তিনি মেহেরপুর শামসুদ্দোহা পার্কে কনসার্টের উদ্বোধন করেছিলেন। অনুরোধ করেও তাকে এরকম জঘন্য কাছ থেকে নিভৃত করা যায়নি। তিনি নাকি আবার শিক্ষক, তিনি কেমন শিক্ষক। ‘

সম্মেলনে আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর ১ সংসদীয় আসনের সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যানের অ্যাড ইয়ারুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খ ম ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল,

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেমস স্বপন মল্লিক, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তহমিনা খাতুন, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লাভলী ইয়াসমিন, বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদের সভাপতি রেহেনা মান্নান ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউল রহমান নান্নু, মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জামাত আলী, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন মল্লিক এবং মেহেরপুর জেলা শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু।

সম্মেলন শেষে সভাপতি পদে ৩ জন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে ৪ জন প্রার্থী হওয়ায় দুই দিন সময় নেওয়া হয়।

মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের ত্রী-বার্ষিক সম্মেলন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাতে দ্বিতীয় কংগ্রেস শেষে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করার জন্য দুই দিন সময় নেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ২৬ শে অক্টোবর বিকালে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ মোড়ে জেলা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এই ত্রী-বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশের বক্তারা বলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা কিছু নেতা কর্মী জামাত-শিবিরের চেয়েও ভয়ংকর। তার আশেপাশে অনলাইন ক্যাসিনো

সম্রাটদের দেখা যায়। মেহেরপুরের ক্যাসিনো সম্রাটদের সন্তানদেরকে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী আওয়ামীলীগ ও এর বিভিন্ন অংগ সংগঠনের নেতৃত্ব নিয়ে এসেছেন। ফরহাদ হোসেন দলের গঠনতন্ত্র না মেনে সিনিয়র নেতাদের কোনরকম মূল্যায়ন না করে নিজের খেয়ালখুশি মতো সকল কমিটি গঠনে হস্তক্ষেপ করেন। মেহেরপুর জেলার আওয়ামী লীগের দুর্দিনের কান্ডারীদের তিনি দল থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন।

সম্মেলনে বক্তারা আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, ‘মেহেরপুরে নৌকার মাঝি পরিবর্তন করুন না হলে নৌকাডুবি হবে। এই মঞ্চ এই যারা উপস্থিত আছেন তাদের মধ্য থেকে যে কাউকে আগামী সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন দিলে আমরা সম্মিলিতভাবে নৌকার পক্ষে কাজ করব।

মুজিবনগর আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাঁদুর সভাপতিত্ব সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হাজী মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস এবং প্রধান বক্তা ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম পেরেশান। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন
মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের আহ্বায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউল রহমান নান্নু, মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জামাত আলী, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ

সম্পাদক কুতুব উদ্দিন মল্লিক এবং মেহেরপুর জেলা শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু।

এছাড়াও আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর ১ সংসদীয় আসনের সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যানের অ্যাড ইয়ারুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খ ম ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেমস স্বপন মল্লিক, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তহমিনা খাতুন, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লাভলী ইয়াসমিন, বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদের সভাপতি রেহেনা মান্নান ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন প্রমুখ।

মেহেরপুরে কর্মীসমর্থক নিয়ে মুজিব সিনেমা দেখলেন অ্যাড. আব্দুস সালাম

মুজিব সিনেমা দেখার পর মেহেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম আবেগ জড়িত কন্ঠে ও অশ্রুসিক্ত নয়নে বলেন,’ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে যারা পৃথিবীর কলঙ্কিত ইতিহাস তৈরি করেছে সমগ্র জাতি তাদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবে।’ প্রায় শতাধিক দলীয় ও ব্যক্তিগত কর্মী সমর্থকদের নিয়ে মুজিব সিনেমা দেখার পর মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এডভোকেট আব্দুস সালাম এ কথা বলেন।

বুধবার ২৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় মেহেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শতাধিক নেতাকর্মীর বহর নিয়ে মেহেরপুর সিনেমা হলে “মুজিব—একটি জাতির রুপকার” বায়োপিকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাস্তব জীবনের ঘটনা সম্বলিত সিনেমা দেখতে উপস্থিত হন।